106630 - একই পশু দয়িে কোরবানী ও আকিকা দয়োর বধিান

প্রশ্ন

একই পশু কোরবানী ও আকিকার নয়িতে জবাই করা কি জায়যে হবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আলহামদুলল্লিাহ।

যদি কোরবানী ও আকিকা একত্রে পড়ে এবং কোন ব্যক্তি যদি ঈদরে দনি তার সন্তানরে আকিকা দতিে চান বা তাশরকিরে দনিগুলোতে আকিকা দতিে চান তাহলে কোরবানীর পশু কি আকিকা হসিবেে যথষ্টে হবে?

এ মাসয়ালায় আলমেগণরে দুইটি অভমিত রয়ছে:

প্রথম অভমিত: কোরবানীর পশু আকিকা হসিবেে জায়যে হবে না। এটি মালকেী, শাফয়েি ও এক বর্ণনা মতে, ইমাম আহমাদরে অভমিত।

এ মতাবলম্বীদরে দলিল হল: আকিকা ও কোরবানী উভয়টি সত্তাগতভাবে উদ্দষ্টি। এ কারণে একটি অপরটরি পক্ষ থকেে জায়যে হবে না। তাছাড়া যহেতেু প্রত্যকেটরি বশিষে কারণ রয়ছে,ে যে কারণদ্বয় ভন্নি ভন্নি। তাই একটি অপরটরি স্থলাভষিক্তি হবে না। যভোবে ফদিয়িা-র দম (পশু) তামাত্তু-এর দম (পশু) এর স্থলাভষিক্তি হয় না।

হাইতামি 'তুহফাতুল মুহতাজ শারহুল মনিহাজ' গ্রন্থে (৯/৩৭১) বলনে: "আমাদরে মাযহাবরে আলমেগণরে উক্তরি বাহ্যকি মর্ম হল, যদি একটি ভড়ো দয়িে কোরবানী ও আকিকার নয়িত করা হয় তাহলে দুইটার কোনটা আদায় হবে না। এটি সুস্পষ্ট বষিয়। যহেতেু এ দুটোর প্রত্যকেটি উদ্দষ্টি সুন্নত।"[সমাপ্ত]

আল-হাত্তাব (রহঃ) 'মাওয়াহবিুল জাললি' গ্রন্থে (৩/২৫৯) বলনে: "কউে যদি তার কোরবানীর পশু কোরবানী হসিবেে ও আকিকা হসিবেে জবাই করে কংিবা ভোজ হসিবেে খাইয়ে দয়ে: 'যাখরিা' গ্রন্থে বলা হয়ছে: 'আল-কাবাস' গ্রন্থাকার বলনে: আমাদরে শাইখ আবু বকর আল-ফহিরি বলনে: যদি তার কোরবানীর পশুকে কোরবানী ও আকিকা হসিবেে জবাই করে তাহলে জায়যে হবে না। আর যদি ভোজ হসিবেে খাইয়ে দয়ে তাহলে জায়যে হব।ে এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য হল: প্রথম দুইটরি ক্ষত্রেে উদ্দশ্যে হচ্ছে রক্তপাত করা। তাই দুইটি পশুর রক্তপাতরে বদলে একটি পশুর রক্তপাত জায়যে হবে না। আর

ভোজের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হচ্ছে খাওয়ানো। এটি রক্তপাতের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। তাই দুটো নিয়ত একত্রিত হওয়া সম্ভব।"[সমাপ্ত]

দ্বিতীয় অভিমত: কোরবানীর পশু আকিকা হিসেবেও যথেষ্ট হবে। এটি হানাফি মাযহাবের অভিমত এবং এক বর্ণনা মতে, এটি ইমাম আহমাদের অভিমত। তাছাড়া এটি হাসান বসরি, মুহাম্মদ বিন সিরিন ও কাতাদা প্রমুখের অভিমত।

এ মতাবলম্বীদের দলিল হচ্ছে□

এ দুটো আমলের মাধ্যমে উদ্দেশ্য হচ্ছে পশু জবাই করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিল করা। তাই একটি অপরটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যেমনভাবে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ (মসজিদে প্রবেশের নামায) ফরয নামাযের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে।

ইবনে আবু শাইবা (রহঃ) "আল-মুসান্নাফ" গ্রন্থে (৫/৫৩৪) বলেন: হাসান থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন: কেউ যদি ছেলের পক্ষ থেকে কোরবানী করে তাহলে সেটা আকিকা হিসেবে যথেষ্ট হবে।

হিশাম ও ইবনে সিরিন থেকে বর্ণিত আছে তারা উভয়ে বলেন: তার পক্ষ থেকে কোরবানী করলে সেটা আকিকা হিসেবে যথেষ্ট হবে।

কাতাদা থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন: আকিকা হিসেবে জবাই করা না হলে সেটা যথেষ্ট হবে না।

আল-বুহুতি (রহঃ) "শারহু মুনতাহাল ইরাদাত" গ্রন্থে (১/৬১৭) বলেন: "যদি আকিকার সময় ও কোরবানীর সময় একত্রে পড়ে; অর্থাৎ কোরবানীর দিনগুলোতে শিশু জন্মের সপ্তম দিন বা অনুরূপ কোন দিন পড়ে এবং তার আকিকা করা হয় তাহলে সেটা কোরবানী হিসেবে যথেষ্ট হবে। কিংবা যদি কোরবানী করা হয় তাহলে সেটা আকিকা হিসেবে যথেষ্ট হবে। যেমনভাবে যদি ঈদের দিন ও জুমার দিন একই দিনে পড়ে তখন একটার জন্য গোসল করলে অপরটার গোসল হিসেবে যথেষ্ট হবে এবং যেমনভাবে তামাত্তু হজ্জকারী কিংবা ক্বিরান হজ্জকারী যদি কোরবানীর দিন একটি ভেড়া জবাই করে সেটা হজ্জের ফরয হাদি ও কোরবানী হিসেবে যথেষ্ট হবে।"[সমাপ্ত]

তিনি "কাশ্‌শাফুল ক্বিনা" গ্রন্থে (৩/৩০) আরও বলেন: "যদি আকিকা ও কোরবানী একই সময়ে পড়ে এবং একটি পশু জবাই করার মাধ্যমে উভয়টির তথা আকিকা ও কোরবানীর নিয়ত করা হয় তাহলে উভয়টি আদায় হয়ে যাবে□ ইমাম আহমাদের সুস্পষ্ট উক্তির আলোকে।"[সমাপ্ত]

এ অভিমতটি শাইখ মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিম (রহঃ)ও মনোনীত করেছেন। তিনি বলেন: যদি কোরবানী ও আকিকা একত্রে পড়ে এবং পরিবারের কর্তার কোরবানী করার দৃঢ় সংকল্প থাকে এবং তিনি পশু জবাই করেন তাহলে এ পশু কোরবানীর পশু এবং এর মধ্যে আকিকাও ঢুকে পড়বে।

এক্ষত্রে কছিু কছিু আলমেরে কথায় পাওয়া যায় য, উভয় জবাই একই ব্যক্তরি পক্ষ থকে: অর্থাৎ কোরবানী ও আকিকা নবজাতকরে পক্ষ থকে হতে হব। আর কছিু কছিু আলমেরে মত, তা শর্ত নয়। যদি পতিা কোরবানী করনে তাহল কোরবানী পতিার পক্ষ থকে, আর আকিকা ছলেরে পক্ষ থকে।

সারকথা: যদি কোরবানীর পশুক কোরবানী ও আকিকার নয়িত জবাই করা হয় তাহল সটো জায়যে হব।[সমাপ্ত]

[ফাতাওয়াস শাইখ মুহাম্মদ বনি ইব্রাহমি (৬/১৫৯)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।